"মিষ্টি বাচ্চারা - এক বাবার স্মরণে তোমাদের সুপ্রীম হতে হবে, তাই ভুল করেও অন্য কাউকে স্মরণ করো না"

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে কোন্ ইচ্ছা বা আশা না রেখে, কৃপা পার্থনার পরিবর্তে নিজের পরিশ্রম করতে হবে ?

*উত্তরঃ - পুরানো শরীরের কোনো প্রকারের কর্মভোগ, দেউলিয়া হয়ে গেলে বা অসুস্থ হলে, বাবা বলবেন, এ তোমাদের নিজেদের হিসাব - নিকাশ, এই আশা রেখো না যে, বাবা এতে কোনো কৃপা করবেন, নিজে পরিশ্রম করে যোগবলের দ্বারা এই ভোগ পার করো, স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে । কর্মভোগ শোধ হবে । বাবা, যিনি প্রাণের অধিক প্রিয়, তাঁর প্রতি যত প্রেম থাকবে, ততই তিনি স্মরণে থাকবেন আর কল্যাণ হতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের পিতা বসে বাচ্চাদের বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো আর নিজের ঘরকে স্মরণ করো । তাঁকে বলাই হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স । টাওয়ার অফ সুখ । টাওয়ার অনেক উচ্চ হয় । তোমরা সেখানে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । উঁচুর থেকেও উঁচু টাওয়ার অফ সাইলেন্সে তোমরা কিভাবে যেতে পারো, এও টাওয়ারে থাকা বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো । আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামের নিবাসী । সে হলো বাবার ঘর । চলতে - ফিরতে এই অভ্যাস করতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করো আর শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করো । বাবা জানেন যে, এতেই পরিশ্রম, যারা আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকে, তাদের বলা হয় মহাবীর । স্মরণের দ্বারাই তোমরা মহাবীর আর সুপ্রীম হও । সুপ্রীম অর্থাৎ শক্তিশালী ।

বাচ্চাদের খুশী হওয়া উচিত - স্বর্গের মালিক বানান যে বাবা, বিশ্বের মালিক বানান যে বাবা, সেই বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । আত্মার বুদ্ধি চলে যায় বাবার প্রতি । এ হলো এক বাবার প্রতি আত্মার প্রেম । তোমরা ভোরবেলা উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি - মিষ্টি কথা বলো । বাবা, এ তো আপনার ম্যাজিক, স্বপ্নতেও জানতাম না যে m, আপনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন । বাবা, আমরা অবশ্যই আপনার শিক্ষা মতে চলবো । কোনো পাপ কর্ম করবো না । ব্রহ্মা বাবা যেমন পুরুষার্থ করেন, তেমনই বাচ্চাদের শোনান । শিব বাবার এতো অনেক সন্তান, উদ্বেগ তো থাকবেই, তাই না । তিনি কতো বাচ্চাদের দেখভাল করেন । তোমরা এখানে ঈশ্বরীয় পরিবারে বসে আছো । বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন । তোমার থেকেই খাবো, তোমার কাছেই বসবো... তোমরা জানো যে, শিব বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো । দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে যাও । এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম । এ হলো পুরানো দুনিয়া, এই পুরানো দেহও শেষ হয়ে যাবে । কথিত আছে - তোমার মৃত্যু হলে দুনিয়ারও মৃত্যু হবে । পুরুষার্থের জন্য হলো সঙ্গমের এই অল্প সময় । বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে - বাবা, এই পড়া কতো পর্যন্ত চলবে? যতক্ষণ না দৈবী রাজধানী স্থাপন হয়ে যায়, তিনি ততক্ষণ শোনাতে থাকবেন । তারপর তোমরা নতুন দুনিয়াতে ট্রান্সফার হয়ে যাবে । এ হলো তোমাদের পুরানো শরীর, কিছু না কিছু কর্মের ভোগ চলতেই থাকে, এতে বাবা সাহায্য করবেন - এই আশা রেখো না । দেউলিয়া হয়ে গেলে, অসুস্থ হলে - বাবা বলবেন, এ হলো তোমাদের হিসেব - নিকেশ । হ্যাঁ, তবুও যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি হবে । তোমরা নিজের পরিশ্রম করো । কৃপা প্রার্থনা করো না । বাবাকে যতো স্মরণ করবে, তাতেই কল্যাণ, যতো সম্ভব, যোগবলের দ্বারা ভোগ পার করো । এমন তো গেয়েও থাকে - আমাকে চোখের পলকে রাখো... প্রিয় জিনিসকে নূর রত্ন, প্রাণপ্রিয় বলা হয় । এই বাবা তো খুবই প্রিয়, কিন্তু তিনি হলেন গুপ্ত । তাঁর প্রতি প্রেম এমন হওয়া উচিত যে, সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না । বাচ্চাদের তো বাবা চোখের পলকে লুকিয়ে রাখেন । পলক না থাকলে দৃষ্টিও থাকবে না । একথা তো বুদ্ধিতে স্মরণে রাখা উচিত । মোস্ট বিলাভেড (অতি প্রিয়) নিরাকার বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, প্রেমের সাগর । এমন অতি প্রিয় বাবার প্রতি কতো প্রেম থাকা উচিত । তিনি বাচ্চাদের কতো নিষ্কাম সেবা করেন । পতিত শরীরে এসে তিনি তোমাদের মতো বাচ্চাদের হীরে তুল্য তৈরী করেন । কতো মিষ্টি বাবা । তাই বাচ্চাদেরও এমন মিষ্টি হতে হবে । কতো নিরহংকারী হয়ে তিনি বাচ্চাদের সেবা করেন, তাই বাচ্চারা, তোমাদেরও এমনভাবে সেবা করা উচিত । তোমাদের শ্রীমতে চলা উচিত । কোথাও নিজের মত প্রদর্শন করলে ভাগ্যে গণ্ডি টানা হয়ে যাবে । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমরা ব্রহ্মার সন্তান ভাই - বোন । ঈশ্বরের পৌত্র - পৌত্রী । তোমরা তাঁর থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো । তোমরা যতো পুরুষার্থ করবে, তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । এতে সাক্ষী থাকারও খুব অভ্যাসের প্রয়োজন । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, হে আত্মারা, মামেকম্ স্মরণ করো, ভুল করেও বাবা ব্যতীত অন্য

কাউকেও স্মরণ করো না । তোমাদের প্রতিজ্ঞা হলো, বাবা, আমার তো আপনিই আছেন । আমি হলাম আত্মা, আর আপনি পরমাত্মা । আপনার থেকেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে । আমরা আপনার কাছ থেকেই রাজযোগ শিখছি, যাতে আমরা রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করি ।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো অনাদি ড্রামা, এতে হার-জিতের খেলা চলতেই থাকে । যা হচ্ছে, সবই ঠিক । ক্রিয়েটরের তো ড্রামা অবশ্যই পছন্দ হবে, তাই না । তাই ক্রিয়েটরের বাচ্চাদেরও পছন্দ হবে । এই ড্রামাতে বাবা একবারই বাচ্চাদের হৃদয়ের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে সেবা করতে আসেন । বাবার কাছে তো সব বাচ্চারাই প্রিয় । তোমরা জানো যে, সত্যযুগেও সবাই একে অপরকে ভালোবাসে । পশুদের মধ্যেও প্রেম থাকে । এমন কোনো পশু থাকে না, যারা প্রেমের সঙ্গে বাস করে না । তাই বাচ্চারা, তোমাদের এখানে মাস্টার প্রেমের সাগর হতে হবে । এখানে এমন হতে পারলে তোমাদের সেই সংস্কার অবিনাশী হয়ে যাবে । বাবা বলেন যে, আমি পূর্ব কল্পের মতো হুবহু আবার তোমাদের প্রিয় বানাতে এসেছি । কখনো কোনো বাচ্চার ক্রোধের আওয়াজ পেলেই বাবা শিক্ষা দেন যে - বাচ্চারা, ক্রোধ করা ঠিক নয়, এতে তোমরাও দুঃখী হবে, অন্যদেরও দুঃখী করবে । বাবা সদাকালের জন্য সুখদানকারী, তাই বাচ্চাদেরও বাবার সমান হতে হবে । একে অপরকে কখনোই দুঃখ দেবে না ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, শিব বাবা হলেন ভোরের সাঁই, তিনি রাতকে দিন বা আলোয় প্রকাশিত করেন । সাঁই বলা হয় অসীম জগতের পিতাকে । ওই একই সাঁই বাবা, তিনিই ভোলানাথ বা শিববাবা । তাঁর নামই হলো ভোলানাথ । তিনি সহজ সরল কন্যাদের আর মাতাদের উপর জ্ঞানের কলস স্থাপন করেন । তাদেরই তিনি বিশ্বের মালিক বানান । তিনি কতো সহজ উপায় বলে দেন । কতো প্রেমের সঙ্গে তোমাদের জ্ঞানের পালনা করেন । আত্মাকে পাবন বানানোর জন্য তোমরা স্মরণের যাত্রাতে থাকো । তোমাদের যোগ স্নান করতে হবে । জ্ঞান হলো এই পাঠ । যোগ স্নানের দ্বারা এই পাপ ভস্ম হয় । নিজেকে আত্মা মনে করবার অভ্যাস করতে থাকো, তাহলে এই দেহের অহংকার সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যাবে । যোগের দ্বারাই তোমাদের পবিত্র, সতোপ্রধান হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে । কোনো - কোনো বাচ্চা এই কথা ভালোভাবে বুঝতেই পারে না । নিজেদের সত্যিকারের চার্ট বলে না । অর্ধেক কল্প মিথ্যার দুনিয়াতে থেকেছে তাই অন্তরে যেন মিথ্যা জমা হয়ে গিয়েছে । নিজেদের সত্য চার্ট বাবাকে বলা উচিত । তোমাদের চেক করতে হবে - আমরা পৌনে ঘন্টা বসেছি, এতে কতো সময় নিজেকে আত্মা জ্ঞান করে বাবাকে স্মরণ করেছি ! কেউ কেউ সত্য কথা বলতে লজ্জা পায় । এ তো তোমরা চট্ করে শোনাবে যে, এতো সার্ভিস করেছি, এতজনকে বুঝিয়েছি, কিন্তু স্মরণের চার্ট কতো ছিলো, সেই সত্য কথা শোনায় না । স্মরণে না থাকার কারণে তোমাদের কারোর তীর বিদ্ধ হয় না । জ্ঞান তলোয়ারে ধার লাগে না । কেউ কেউ বলে, আমরা তো নিরন্তর স্মরণে থাকি, বাবা বলেন, সেই অবস্থা তৈরী হয় নি । নিরন্তর স্মরণে থাকলে কর্মাতীত অবস্থা তৈরী হয়ে যাবে । জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখা যাবে, এতেই অনেক পরিশ্রম । বিশ্বের মালিক তো আর এমনিতে হবে না । এক বাবা ছাড়া আর অন্য কারোর স্মরণ যেন না থাকে । এই দেহও যেন স্মরণে না থাকে । পরের দিকে তোমাদের এমন অবস্থা হবে । স্মরণের যাত্রাতেই তোমাদের উপার্জন হতে থাকবে । শরীর যদি চলে যায় তখন তো আর এই উপার্জন করতে পারবে না । যদিও আত্মা সংস্কার সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে, তবুও টিচার তো চাই, যে আবার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেবেন । বাবা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন । এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা গৃহস্থ জীবনে থেকে, চাকরী ইত্যাদি করেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য শ্রীমতে চলে নিজের ভবিষ্যৎ জমা করতে থাকে । বাবার থেকে রায় গ্রহণ করতে থাকে । অর্থ থাকলে তাকে সফল কিভাবে করবে । বাবা বলেন, সেন্টার খোলো, যাতে অনেকের কল্যাণ হয় । মানুষ দান - পুণ্য ইত্যাদি করে, দ্বিতীয় জন্মে তার ফল প্রাপ্ত হয় । তোমাদেরও ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত হয় । তোমাদের এ হলো এক নম্বর ব্যাঙ্ক, এতে চার আনা ঢাললে ভবিষ্যতে তা এক হাজার হয়ে যাবে । পাথর থেকে সোনা হয়ে যাবে । তোমাদের প্রতিটি জিনিসই পারস হয়ে যাবে । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে মাতা - পিতাকে সম্পূর্ণ ফলো করো আর নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করো । যদি কর্মেন্দ্রিয় বশীভূত না হয়, চলন যদি ঠিক না হয় তাহলে উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে । নিজের চলনকে শুধরাতে হবে । বেশী আশা রেখো না ।

বাবা তোমাদের মতো বাচ্চাদের কতো জ্ঞান শৃঙ্গার করিয়ে সত্যযুগের মহারাজা - মহারানী বানান, এতে সহনশীলতার গুণ খুবই প্রয়োজন । দেহের প্রতি অতি মোহ থাকা ঠিক নয় । যোগবলের দ্বারাই পার করতে হবে । বাবার অনেক কাশি ইত্যাদি হয়, তবুও সর্বদা সার্ভিসে তৎপর থাকেন । জ্ঞান-যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করিয়ে বাচ্চাদের উপযুক্ত বানান । তোমরা এখন ঈশ্বরের কোলে, মাতা - পিতার কোলে বসে আছো । বাবা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্ম দেন, তাই তিনি তো মা হয়ে গেলেন, তবুও তোমাদের বুদ্ধি শিব বাবার প্রতিই চলে যায় । তুমি আমার মাতা - পিতা... আমি

তোমার বালক....। তোমাদের এখানেই সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। প্রতি মুহূর্তে তোমরা মায়ার কাছে হেরে যেও না। বাবা বোঝান যে, মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা জ্ঞান করো। নিজেদের এমন অনুভব করলে কতো মিষ্টি লাগে।

এই ড্রামা কেমন ওয়ান্ডারফুল বানানো আছে, তাও তোমরা এখন বোঝাও। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এতটুকুও যদি স্মরণে থাকে তাহলে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আমরা সত্যযুগে যাবো, এখন সঙ্গম যুগে আছি। এরপর নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই পাবন তো অবশ্যই হতে হবে। অন্তরে খুব খুশী হওয়ার প্রয়োজন। অহো ! অসীম জগতের পিতা বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে। বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোবাসেন। এমন নয় যে, তিনি কেবল টিচারের রূপে পড়িয়ে ঘরে ফিরে যান। তিনি তো বাবাও, আবার টিচারও। তিনি তোমাদের পড়ানও। স্মরণের যাত্রাও শেখান।

এমন যিনি বিশ্বের মালিক বানান, পতিত থেকে পাবন বানান যে বাবা, তাঁর প্রতি খুবই প্রেম থাকা উচিত। ভোরবেলা উঠেই প্রথমে শিব বাবাকে গুড মর্নিং করা উচিত। গুড মর্নিং অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে খুব খুশীতে থাকবে। বাচ্চাদের নিজের মনকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, আমরা ভোরবেলা উঠে অসীম জগতের পিতাকে কতটা স্মরণ করি। মানুষ তো ভক্তিও ভোরবেলাই করে, তাই না। ভক্তি কতো প্রেমের সঙ্গে করে। বাবা কিন্তু জানেন যে, কোনো বাচ্চা হৃদয় থেকে প্রেমের সঙ্গে স্মরণ করে না। ভোরবেলা উঠে বাবাকে গুড মর্নিং করলে, জ্ঞানের চিন্তনে থাকলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। বাবাকে গুড মর্নিং না করলে পাপের বোঝা কিভাবে দূর হবে। মুখ্য হলো স্মরণ, এতে তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক বড় উপার্জন হয়। কল্প - কল্পান্তর এই উপার্জন কাজে আসবে। অনেক ধৈর্য, গাম্ভীর্য এবং বুদ্ধির সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। মোটামুটিভাবে তো বলেও দেয় যে, আমি বাবাকে খুবই স্মরণ করি কিন্তু একুরেট স্মরণ করাতেই পরিশ্রম। যে বাবাকে খুব বেশী স্মরণ করে, সে বেশী কারেন্ট বা শক্তি প্রাপ্ত করে, কেননা এই স্মরণের দ্বারাই স্মৃতির মিলন হয়। যোগ আর জ্ঞান দুই জিনিস। যোগের সাবজেক্ট আলাদা। খুব গভীর সাবজেক্ট। যোগের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। যোগ বিনা সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। খুব ভালোভাবে প্রেমের সঙ্গে বাবাকে স্মরণ করবে তাহলে অটোমেটিক্যালি কারেন্ট বা শক্তি প্রাপ্ত করবে, হেলদি হয়ে যাবে। কারেন্টে আয়ুও বৃদ্ধি হয়। বাচ্চারা স্মরণ করে, বাবাও তখন সার্চ লাইট দেন। বাবা কতো বড় সম্পদ তোমাদের দান করেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, নয়নের নূর বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার হৃদয় এবং মন থেকে, প্রেমের সঙ্গে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তাঁর রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবাকে অনেক ধৈর্য এবং পরিণত মনস্কতার সাথে এবং বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে। স্মরণ অ্যাক্যুরেট হলে কারেন্ট বা শক্তি প্রাপ্ত করবে, আয়ু বৃদ্ধি পাবে, হেলদি হয়ে যাবে ॥

২) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে নিজের চলনকে শুধরাতে হবে, অধিক আশা রাখবে না। কর্মেন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল রাখতে হবে, মাতা - পিতাকে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

বরদানঃ- ফলো ফাদার আর সী ফাদারের মহামন্ত্রের দ্বারা একরস স্থিতি বানিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব

"সী ফাদার - ফলো ফাদার" এই মন্ত্রকে সদা সামনে রেখে চড়তি কলাতে চলতে থাকো, উড়তে থাকো। কখনোই আত্মাদের দেখো না, কেননা আত্মারা সবাই পুরুষার্থী, পুরুষার্থীদের মধ্যে ভালোও হয় আবার কিছু ঘাটতিও থেকে থাকে, তারা সম্পন্ন নয়, তাই ফলো ফাদার, নাকি ফলো ব্রাদার - সিস্টার? তাই ফাদার যেমন একরস, তেমনই যারা ফলো করে তারাও শীঘ্রই একরস হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- পরচিন্তনের প্রভাবে না এসে শুভচিন্তন করে শুভচিন্তক মণি ভব

অব্যক্ত ইশারা :- এই অব্যক্তি মাসে বন্ধনমুক্ত থেকে জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করো

যেমন অন্য স্থূল বস্তু যখন চাও তখনই গ্রহণ করতে পারো আবার যখন চাও তখন ত্যাগ করতে পারো। তেমনই দেহ বোধকে যখন চাও তখন ত্যাগ করে দেহী অভিমানী হয়ে যাও - এই প্র্যাকটিস যেন এমনই সরল হয়, যেমন কোনো স্থূল

বস্তু সহজ হয় । রচয়িতা যখন চায় তখনই যেন রচনার আধার নেয়, আবার যখন চাইবে তখনই রচনার আধার ত্যাগ করবে, যখন চাইবে তখন পৃথক, আবার যখন চাইবে তখনই প্রিয় হয়ে যাবে - এমনই বন্ধনমুক্ত হও ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;